হীরে-মানুষের দেশ

সি য়ে রা লি য় ন

কাজী জহিরুল ইসলাম

জাতিসংঘের বিশেষ বিমান ডেশ-৭ লুঙ্গি বিমানবন্দরের রানওয়ের মাটি ছুঁলো দুপুর বারোটায় । আজ ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ । একটি বিশেষ কর্মশালায় যোগ দিতে এসেছি আমরা ত্রিশজন । যতদূর চোখ যায় কোথাও ধূসর, কোথাও সবুজ বিরানভূমি । হাইরাইজতো দূরের কথা, ছোট-খাট কোন ইমারতেরও নামগন্ধ নেই । আমরা রানওয়ে মাড়িয়ে একটি আধাপাকা বিশাল ঘরে এসে উঠলাম । দেখে মনে হচ্ছে সিভিল এভিয়েশন বলে তেমন কিছু নেই এখানে, থাকলেও ওদের কোন আধিপত্য নেই । পুরো বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণই এখানকার জাতিসংঘ মিশনের (UNIOSIL) মুভকন বিভাগের হাতে । মুভকনের এক কর্মকর্তা, বাড়ি দক্ষিণ আমেরিকার কোন একটি দেশ হবে, আমাদের সকলের লেইসেস পাসার (জাতিসংঘের পাসপোর্ট) নিয়ে নিল । কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ওটা হাতে দিয়ে বললো, স্যার আমরা এখন আপনাদেরকে সিয়েরা লিয়নের রাজধানী ফ্রি-টাউনে নিয়ে যাবো । ওখানে যাবার দুটি উপায় আছে । ভীষণ খারাপ সড়ক যোগাযোগের জন্য গাড়িতে যেতে সময় লাগে ৮ ঘন্টা, আর হেলিকপ্টারে যেতে লাগে মাত্র আট মিনিট ।

আমরা হেলিকপ্টারের পাখায় ঘূর্ণন তুলে উড়াল দিলাম । অতলান্তিকের নীল জল অর্ধবৃত্তাকারে রচিত ফ্রি-টাউনের মনোরম সৈকতে এসে আছড়ে পড়ে আকাশে লাফিয়ে উঠছে, তৈরী করছে শুভ্র ফেনা । হোটেল মামি ইয়োকোর হেলিপ্যাডে আমরা যখন অবতরণ করলাম, মনে হচ্ছিলো আটলান্টিকের ফেনা যেন উথলে এসে হেলিকপ্টারের গায়ে আছড়ে পড়ছে । পশ্চিমে অবারিত মহাসাগরের নীল, এক পশলা শীতল বাতাস উঠে এসে চোখে মুখে ঝামটা দিতেই আমরা চনমনিয়ে উঠলাম । নেমেই টের পেলাম সামরিক এপাচির দ্বৈত-পাখার ঘুর্ণন আর রাজপথে এপিসির চাকার ঘষটানি পেরিয়ে এ মৌন শহর ধীরে ধীরে জেগে উঠছে ।

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২০০৭-এ সকল দলের অংশগ্রহনে একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । বিরোধীদল ‘ অল পিপলস কংগ্রেস পার্টি’র নেতা আর্নেষ্ট করোমা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই ঘোষণা দেন, আর নয় সংঘাত, এবার যুদ্ধ দারিদ্রের বিরুদ্ধে । দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে আভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে । এখনো পর্যন্ত তিনি তার কথা রেখেছেন । ধ্বংশ হয়ে যাওয়া অর্থনীতি পুনঃগঠনে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করছে তার সরকার । বিদ্যুৎহীন এক অন্ধকার জনপদের অনেকাংশেই এখন নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে । ভেঙে যাওয়া সড়কগুলো মেরামতের কাজ চলছে । করোমা তার পূর্বসূরীদের মতো ক্ষমতায় বসে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইনকে পাশ কাটিয়ে কোন ব্যবস্থা নেন নি ।

সিয়েরা লিয়নে প্রথম বসতি গড়ে তোলে বুলোম সম্প্রদায়, এর পরপরই, পনের শতকে এখানে দুটি জাতির বিকাশ ঘটে, মেন্ডে এবং টেমনে, এরপর আসে ফুলানি । এরাই হলো সিয়েরা লিয়নের মূল অধিবাসী । আঠার শতকে জ্যামাইকা থেকে একদল ক্রীতদাস ফ্রি-টাউনের উপকূলে এসে মুক্তি লাভ

করে । এরাই প্রথম আফ্রিকীয় ক্রীতদাস যারা গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত হয় । সিয়েরা লিয়নের এই উপকূলে এসে মুক্তি লাভ করায় উপকূলটির নাম হয় ফ্রি-টাউন । প্রায় একই সময়ে ব্রিটিশ আর্মি থেকেও একদল ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করে । মুক্তি পাওয়া এসব ক্রীতদাসেরা গড়ে তোলে একটি নতুন সম্প্রদায়, ক্রিও । সিয়েরা লিয়নের মোট জনসংখ্যা ৬২ লক্ষ, যায় ১০ শতাংশ হলো ক্রিও । টেমনে এবং মেন্ডে উভয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৩০ শতাংশ করে হলেও বুলোম এবং ফুলানিদের তেমন কোন অস্তিত্ব নেই । এ ছাড়া ছোট-বড় আরো প্রায় ১৬টি সম্প্রদায় রয়েছে সিয়েরা লিয়নে ।

পর্তুগিজ জলদস্যুরা প্রথম ইওরোপিয় যারা এদেশে দখলদারিত্ব প্রতীষ্ঠা করে, ওরাই সিয়েরা লিয়ন নামটি দেয়, যার অর্থ 'সিংহ পর্বতমালা' । পর্তুগিজরা উপকূলীয় শহর ফ্রি টাউনকে ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয় ১৭৮৭ সালে । ক্রিও অধ্যুষিত ফ্রি-টাউন ১৮০৮ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে ইংরেজদের উপনিবেশ হয়ে যায় ।

মামি ইয়োকো হোটেলই গত সাত বছর ধরে জাতিসংঘের সিয়েরা লিয়ন মিশনের সদর দফতর । কিন্তু আমাদের ৩০ জনের দলটির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই শহরের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল বিন্তু মানিতে । হোটেলের নামগুলোতে কেমন যেন একটা চায়নিজ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে । বিন্তু মানিতে গিয়েই আমার সন্দেহ পরিস্কার হয়ে গেল । হোটেলের অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট, বার সর্বত্রই ইংরেজীর পাশাপাশি চায়নিজ ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ লেখা রয়েছে । এর কারণ কি ? এটা কি কোন এক সময় চায়নিজ উপনিবেশও ছিল ? না, আক্ষরিক অর্থে উপনিবেশ না হলেও চীনেদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য এ শহরে অনেক দিন ধরেই । যে পথ আমরা হেলিকপ্টারে পেরুলাম ওখানে এক সুদীর্ঘ সেতু তৈরী করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে চীনেরা, তবে একটি শর্ত আছে । শর্ত হলো, ব্রিজের নিচে যা কিছু আছে তার মালিক হয়ে যাবে চীনেরা । কি আছে ওখানে ? এ প্রশ্নের জবাব জানে সব সিয়েরা লিয়নিজই । ওখানে বিছিয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান পাথর, হীরে । এই হীরের জন্যই যুগ যুগ ধরে এতো হানাহানি, এতো মারামারি, এতো রক্তপাত এই দেশে ।

পর্তুগিজ, ইংরেজসহ নানান বিদেশী ঔপনিবেশিক প্রভূ দীর্ঘদিন ধরে এই হীরে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে । যখনি ওরা মাথাচারা দিয়ে উঠেছে তখনি চতুর বিদেশীরা স্থানীয় দলগুলোর মধ্যে কোন্দল লাগিয়ে দিয়েছে । অবশেষে ইংরেজ হটিয়ে ২৭ এপ্রিল ১৯৬১ সিয়েরা লিয়ন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্বাধীন দেশ হিশেবে নিজেদের নাম লেখায় ।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ ঐক্যের অভাবে হীরের মতো অতি মূল্যবান সম্পদের দখল নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই আভ্যন্তরীণ কোন্দল লেগে আছে । ১৯৭১ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী সিয়াকা স্টিভেন্স পার্শ্ববর্তি দেশ গিনির আর্মিকে আমন্ত্রণ জানান, যারা দুই বছর দেশটিতে অবস্থান করে । বিদেশী আর্মির উপস্থিতিকে ভালো চোখে দেখে নি দেশের মানুষ । স্টিভেন্স ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করে । প্রতীষ্ঠা করে 'অল পিপলস কংগ্রেস পার্টি' । ক্ষমতা কারো চিরকালের নয়, নানা দেশের ইতিহাসে এই বাণীই লেখা আছে । ১৯৯২ সালে স্টিভেন্সের উত্তরসূরী জোসেফ মমোহকে ক্ষমতাচ্যুত করে বহুদলীয় রাজনীতি প্রবর্তনের ঘোষণা দেয় দেশের বিরোধী সেনাবাহিনী । প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অজুহাতে আবারো সেনা অভ্যুত্থান ঘটে ১৯৯৬ সালে । তবে এবার সকল দলের অংশগ্রহনে নির্বাচন, এই লক্ষ্যের দিকে এগুতে থাকে দেশ । ৫৯.৪% ভোট পেয়ে পিপলস

পার্টির প্রতিনিধি আহমেদ তেজান কাব্বাহ স্বাধীনতার ২৫ বছর পর সিয়েরা লিয়নের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ।

হায়রে দূর্ভাগা জাতি ! মাত্র এক বছরের মাথায়ই ধুলিস্মাৎ হয়ে যায় গণতন্ত্র । লে. কর্ণেল জনি পল করোমার নেতৃত্বে আবারো এক রক্তক্ষয়ী সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় ১৯৯৭ সালের মে মাসে । করোমা নিজেকে 'বিপ্লবী সেনাবাহিনীর' প্রধান ঘোষণা দিয়ে দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন । তার সময়ে সিয়েরা লিয়নের অর্থনীতির ব্যপক ক্ষতি হয় । করোমা প্রতিপক্ষের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে নির্বিচারে হত্যা করেন । আফ্রিকীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কাব্বাহকে ক্ষমতায় পূনঃবহালের জন্য চাপ দিতে থাকে । ফলে ১০ মাস নির্বাসনে থাকার পর ১০ মার্চ ১৯৯৮ কাব্বাহ দেশে ফিরে আসেন এবং পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে তুলে নেন । এ সময়ে করোমার অনুসারীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেও প্রায়শই সীমান্ত দিয়ে ঢুকে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে হত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষণের মত বর্বরোচিত কার্যকলাপে লিপ্ত হতো । এমন কি ওরা ছোট ছোট শিশুদের ধরে তাদের হাত-পা কেটে নিয়ে যেত । এই বর্বর বিদ্রোহীদের সমর্থন দিচ্ছিলো লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট চার্লস টেইলর । কারণ ওরা ক্ষমতা পেলে কয়েকটি হীরের খনির নিয়ন্ত্রণ পাবেন তিনি এই রকম প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল ।

সকল কোন্দলের কেন্দ্র হলো হীরে ।

রোববার সকালে এই শহরের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান কেপ সিয়েরায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের । ছোট একটি পাহাড়ের চূড়োয় অবস্থিত কেপ সিয়েরা । বিশাল এক বাঁক নিয়ে অতলান্তিক মহাসমুদ্র এখানে ঢুকে গেছে ফ্রি-টাউনের পেটের ভেতর । সৈকত থেকে খাড়া উঠে গেছে পর্বতশৃঙ্গমালা । সেইসব পাহাড়-পর্বতের খাঁজে খাঁজে ইউরোপীয় কায়দায় গড়ে উঠেছে বাড়ি-ঘর, হোটেল-রেস্তোরা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র । কেপ সিয়েরা মূলত একটি হোটেল । খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এর মালিক এক ব্রিটিশ মহিলা । শুধু কেপ সিয়েরাই না, হোটেল মামি ইয়োকো, বিন্তুমানিসহ এই শহরের সব বিখ্যাত হোটেল-মোটেল, বার-রেস্টুরেন্টেরই মালিক বিদেশীরা । পাহাড়ী এলাকা হওয়াতে তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক, যদিও এ সময়ে পশ্চিম আফ্রিকার স্বাভাবিক তাপমাত্রা অসহনীয় উষ্ণ হওয়ার কথা । যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর সমুদ্র । ফ্রি-টাউনের ল্যান্ডস্ক্যাপের সাথে আমি সুইজারল্যান্ডের ল্যান্ডস্ক্যাপ-এর হুবহু মিল খুঁজে পাই । দক্ষ সরকার ব্যবস্থাপনা থাকলে এ শহরকে জেনেভার আদলে গড়ে তোলা সম্ভব ।

আমরা সারাদিনের জন্য তাবু গাড়ি কেপ সিয়েরায় । কেউ কেউ সার্ফিং করতে নেমে গেছে পাহাড় সমান ঢেউয়ের ভেতর । অনেকেই সংক্ষিপ্ত বস্ত্র পরে সৈকতে, আর যাদের সাহসে কুলোলো না ওরা কেপ সিয়েরার বিশাল সুইমিংপুলে । আমরা যে জায়গাটা দখল করে বসেছি তার মাথার ওপর বড় বড় কতগুলো নিম, শিমুল এবং আম গাছ ছায়া দিয়ে রেখেছে । সামনে এবং বাঁয়ে পাহাড়ের ঢালে, অনেকখানি নিচে, আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের দৈত্য । ঢেউয়ের ঝাপ্টা থেকে তৈরী হওয়া নোনাজলের বাস্পমেঘ উঠে আসছে কেপ সিয়েরায় । সেই ভারী বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি । আমাদের মেডিকেল অফিসার বেনিনের ডাক্তার মইস জানালেন, এই বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে নাকি অনেক জটিল রোগ সেরে যাবে । আমাদের ডানদিকে খানিকটা উঁচুতে সুইমিংপুল, তার নিচে, যেন সুমিংপুলের পেটের ভেতর একটি বার । এই অংশে পুলের দেয়ালে কিছুটা জায়গায় কাচ লাগানো । ডুব সাঁতারে নিমগ্ন, প্রায় নগ্ন, ফর্শা রমনীদের উরু-নাভী সেই কাচের জানালায় দেখা যাচ্ছিলো বলে অনেকেই প্রকৃতি রেখে সেই দৃশ্য ভিডিও করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো । নারীর নগ্নতা প্রকৃতিকেও হার মানায় । আসলে নারীই

হয়ত ঈশ্বরের সৃষ্টি সেরা শিল্পকর্ম । আমাদের পেছনে এক চিলতে সবুজ মাঠ, উঁচু-নিচু, তার প্রান্তে কতগুলো কটেজ ।

আড্ডা জমে উঠেছে । শ্যাম্পেইনের বোতল হুশ-হাশ ছলকে উঠছে । মদের নেশায় চূড় হয়ে সকলেই নিজেকে খুলতে শুরু করেছে, গায়ের এবং মনের যতো আবরণ সব খুলে ফেলতে চাইছে । আমি চেপে ধরি মিশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাই ভদ্রলোক পিরমাটোভাকে । যে করেই হোক আমাকে এক টুকরো ওই জিনিস জোগাড় করে দিতেই হবে । সাথে সাথে ঠোঁটে আঙুলচাপা দেয় পিরমা । খবরদার একথা মুখেও আনবে না । খুন হয়ে যাবে । আমি বলি, এখানে ওসব কেনা-বেচা হয় না বলছো ? আলবৎ হয় । কিন্তু তোমাকে কেউ ধরা দেবে না । সব চ্যানেলে কাজ-কারবার চলে । দেখবে এক গহীন গ্রামে এক লেবানিজ লোক বিশাল এক শো-রুম সাজিয়ে বসে আছে । ফ্রিজ, টিভি, এসি কি নেউ ওখানে ? শুধু একটা জিনিস নেই, জানো কি সেটা ? আমি বলি, কি ? ইলেক্ট্রিসিটি । বলো কি ? তাহলে এসব চলে কি দিয়ে ? চলে না-তো । ওসব কি বিক্রি হয় ? ওটাতো শো । আসল ব্যবসা হলো হীরের । কেজি কেজি হীরের ব্যবসা চলে । কিন্তু তুমি কিনতে যাও, কেউ কিচ্ছু জানে না । আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, তুমি কিনেছো ? এদিক-ওদিক তাকায় পিরমা । তারপর আস্তে করে বলে, কাউকে বলবে নাতো ? আমি অভয় দিলে বলে, খুব বড় একটা জোগাড় করেছি, পেপারওয়েট বানাবো । বলেই হো হো, হো হো করে হাসতে থাকে পিরমা ।

জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মুসলমান হলেও ওদের মুখেও অন্যান্য আফ্রিকীয়দের মতো একই কথা, আগে আফ্রিকান, পরে মুসলমান । সর্বত্রই অবাধ যৌনাচার । এইচ আই ভি কেরিয়ারের সংখ্যা কুড়ি শতাংশ । জনসংখ্যার গড় আয়ু ৪০ বছর । বিদেশি পর্যটকমাত্রই পতিতাদের আক্রমনের শিকার হয় । এজন্য একটু বেশী দামী হোটেলে ওঠাই বুদ্ধিমানের কাজ । ৮০০ ডলার মাথাপিছু আয় হলেও ধনী-গরীবের মধ্যে রয়েছে সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য । যে কারণে ৭০ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে । ডিমের কুসুমের মতো লাল সূর্যটা অতলান্তিকের পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে । সি-গালের ক্লান্ত ডানায় নীড়ে ফেরার উড়াল । আমরাও ধীরে ধীরে সারাদিনের অলস আড্ডাটি গোটাতে থাকি । হয়ত আর কোনদিন আসা হবে না ফ্রি-টাউনে, হয়ত হবে । আবার কখনো ফিরে এলে যেন দেখতে পাই হীরে-মানুষের দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিয়েরা লিয়নে গৃহযুদ্ধের কোন ক্ষতচিহ্ন অবশিষ্ট নেই । ৬২ লক্ষ, কিংবা তখন হয়ত তারও বেশী সিয়েরা লিয়নিজের মুখে যেন দেখতে পাই হীরের দ্যুতির মতো উজ্জ্বল হাসি ।